OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 152 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 152 - 156
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘হাংরাস’ : একটি রাজনৈতিক বন্দির কথকতা

ড. শান্তনু মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
Email ID: santanumondalju@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হাংরাস, হাঙ্গার স্ট্রাইক, জেলজীবন,কমিউনিস্ট আন্দোলন, রাজনৈতিক আত্মজীবনী, নিম্নবর্গীয় ডিসকোর্স, ভাষাশৈলী।

Abstract
কবি হিসেবে খ্যাত হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক যাত্রা শুরু হয় অভিনব গদ্য রচনার মাধ্যমে। লবণ-আইন ভঙ্গের সময় মেদিনীপুরের বন্দি চাষিদের মুখে ‘হাঙ্গার স্ট্রাইক’ শব্দটি হয়ে যায় ‘হাংরাস’। লেখকের নিজস্ব কারাবাস এবং ভারত ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসের মূল ভিত্তি। মধ্যবিত্ত ছাত্র রাজনীতি থেকে আসা অরবিন্দ এবং নিম্নবর্গীয় শ্রমিক পরিবার থেকে আসা বাদশা —এই দুই বিপরীত ডিসকোর্সের সমান্তরাল কথন। এটি কেবল রাজনৈতিক প্রচারণামূলক নয়, বরং রাজনীতিকে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের জীবন্ত ও মানবিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। চরিত্রদের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী মধ্যবিত্ত এবং মজুর শ্রেণির বাস্তবসম্মত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

Discussion

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে। প্রথম গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। আর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু মজার বিষয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় একজন আপাদমস্তক কবি হওয়া সত্ত্বেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যজগতে হাতেখড়ি কিন্তু গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে। স্কুলের পত্রিকাতে লিখে ছিলেন ‘মুক্তির ডাক’ - নামে একটি কথিকা দিয়ে, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাতকারে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন –

> “মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাদের জীবনের নানা সমস্যার কথাই আমার লেখায়, কবিতায় তুলে ধরেছি। ঠিক বানানো গল্প আমি কখনও লিখতে পারিনি। আমার লেখা শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে। ছেলেবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রথম লেখা বেরিয়েছিল। কথিকা ধরনের লেখা। পরিচিত মহলে তা নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল।”[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 152 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে সুভাষ মুখাপাধ্যায়ের সাহিত্য জগতে প্রবেশ গদ্য লেখার মধ্য দিয়ে সেই সুভাষ সকলের কাছে পরিচিত হল কবি হিসাবে। কীভাবে সম্ভব হল সেটা। সুভাষের নিজের কথাতই জেনে নেওয়া যাক। -

> "কেন না যারা আমার লেখা পছন্দ করত, তারা মনে করত যে, কবি না হলে ঠিক লেখকের প্রমোশন হয় না। সুতরাং আমাকে অনেক কন্ট করে পদ্য লিখতে হয়।"[২]

এহেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন বহুমাত্রিক গদ্যকার এবং গদ্যশিল্পী। সারাজীবনই লিখেছেন অনেক ধরনের। গদ্য-রিপোর্টার্জ, ভ্রমণকথা, আত্মকথামুলক রচনা, গল্প এবং উপন্যাস। অনুবাদও করেছেন অজস্র। সুভাষের রিপোর্টার্জ ও ভ্রমণকথাগুলি কোথাও প্রায় মিলেমিশে যায়। তাঁর রচিত প্রতিবেদনগুলি 'জনযুদ্ধ'-র পাতায় ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সেখানে অনবদ্য নির্ভার অথচ স্পষ্ট উচ্চারণ ধ্বনিত হতে থাকে। বাংলা সংবাদপত্রে সেই সময় চলিত ও লৌকিক ভাষায় প্রতিবেদন লেখার চল ছিল না। সুভাষের গদ্যে ছিল অভিনব সেই উপস্থাপনা। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় উপাদান, যা সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেই স্পষ্ট বলেছেন, মফসসল শহর ও গ্রাম ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ দেখা-শোনার ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছিল সেই সমস্ত গদ্য। স্বাভাবিকভাবেই তা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিল অনেক বেশি। প্রায় উপন্যাসের মত করে সেইসব প্রতিবেদনে মার্কসবাদ চর্চা করেছিলেন সুভাষ। মার্কসবাদী তত্ত্বেকে আত্মীকরণ এবং সেটাকে সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, নিরক্ষর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং গরীব খেতে না পাওয়া মানুষের মধ্যে কবিতার মতাই সহজ ভাষা নির্মারণ করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সহজ সরল চেনা শব্দবন্ধে রহস্যময় ভঙ্গিতে সেই সমস্ত গল্প কিশোর কিশোরিদের রোমাঞ্চিত করে তোলে। আপাত সাধারণ মনে হলেও সাধারণ তো নয়, গল্পের আড়ালে লুকিয়ে আছে সমাজের অন্যায় অবিচার আসাম্য এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অথচ রাজনীতির কোনো চেনা শব্দ নেই। কেউ ভুল করেও বলতে পারবেন না যে শিশু-কিশোর মনকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ভাবনায় পরিচালিত করা হচ্ছে। এইধারায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ, যেমন – 'আমার বাংলা' (১৯৬৫), 'নারদের ডায়েরি' (১৯৬১), 'ক্ষমা নেই' (১৯৭১), 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় নানাভাবে লিখেছেন এবং সাক্ষাৎকোরে বলেছিলেন রিপার্টাজ লিখেই নাকি তিনি স্ফূর্তি পেতেন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের *হাংরাস*-এর দ্বিতীয় সংস্করণের –

> "বিশ-বাইশ বছর ধরে এটা একটা ইচ্ছা হয়েছিল মনের মাঝারে। কেমন করে লিখত হয় না জানায় লেখার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। সত্তর সালের পর অবস্থা বৈগুণ্য ধাক্কা দিয়ে অমাকে জলে ফেলে দিল। ভেসে থাকার জন্য আমাকে হাত-পা ছুঁড়তেই হল। তাতে উপন্যাস হল কিনা জানি না।"[৩]

আবার ১৯৭৭-এ *হাংরাস*-এর রুশ অনুবাদের ভূমিকাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন –

> "তারপর বাইশ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন কঠিন সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে পার্টি ভাগ হয়েছে। ১৯৭২ সালে নতুন করে এই উপন্যাসটি লেখার তাগিদ অনুভব করি, যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারে। বাইশ বছর সংশয়ে কাটিয়েছি-কেমন-বা হবে এই উপন্যাস। এই কাহিনীতে সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছি আমি।"[৪]

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি কথা প্রথমেই স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে তাঁর আখ্যানের মধ্যে শুদ্ধ অনুভবের চেয়ে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে বাস্তবের জীবন্ত মানুষ, সত্যিকারের মানুষের গল্প, জীবন্ত কথ্য ভাষা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে আত্মজীবনের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। তিনি তুলে ধরেছেন নিজেকে, এবং নিজের জীবনকে - অভিজ্ঞতাসহ। সে অভিজ্ঞতা থেকে লেখককেই নায়ক বলে প্রায়শই চেনা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস সংখ্যা সর্বমোট পাঁচটি – 'হাংরাস' (১৯৭৩), 'কে কোথায় যায়' (১৯৭৬), 'অন্তরীপ বা হ্যানসনের আসুখ' (১৯৮৩), 'কাঁচাপাকা' (১৯৮৯), 'কমরেড কথা' (১৯৯০)।

সংখ্যার দিকে পাঁচটি উপন্যাস হলেও অসলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনভর একটি অখণ্ড আখ্যানই লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে ঘুরে ফিরে আসে ফেলে আসা জেল জীবনের কথা, কারাবন্দি মানুষজনের কথা। ব্যক্তি সুভাষ বার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 152 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দুয়েক কারাবাস করেন। জেল তাঁর কাছে যেন মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ। জেলখানার মধ্যেকার ভালো এবং খারাপের তফাৎটা খুব প্রখর ভাবে তুলে ধরেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে ভ্রমণের প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রেলগাড়ি যেন একটা মঞ্চরূপ ধারণ করে। এও যেন জেল খানারই অন্য সংস্করণ। কেউ কোথাও পৌঁছাতে চায় অবার কেউ অন্য কোথাও পালাতে চায়। সুভাষের উপন্যাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজনীতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সুভাষের কোনও উপন্যাসকেই রাজনৈতিক উপন্যাস বলা চলে না। যে অর্থে গোপাল হালদার বা সতীনাথ ভাদুড়িকে ধরা হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে অর্থ রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক নন। তাঁর উপন্যাসে আছে মানুষ, নানা স্তরের আলাদা আলাদা মানুষ। তাদের কথা বলতে গিয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক কথাকার হায়ে ওঠেননি।

এই সমস্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *হাংরাস* উপন্যাসটির অন্দরে উঁকি দেওয়া যেতে পারে, লেখক এখানে রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা না কতটা রাজনৈতিক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় *হাংরাস* উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় হাংরাস শব্দটির অর্থ পাঠককে জানিয়েছেন। লবন-আইন ভঙ্গের সময় মেদিনীপুরে যে গ্রামবাসীরা কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের মুখে 'হাংগার স্ট্রাইক' শব্দটি হয়ে 'হাংরাস'। উপন্যাসের মূল চরিত্র অরবিন্দ জানিয়েছে -

> "হাংরাস। কথাটা প্রথম শুনেছিলাম সরডিয়ায়। এক পাকাচুল চাষীর মুখে। বিশ সালের আন্দোলনে ও-এলাকায় তিনি ছিলেন মাহাতোদের নেতা। বিরাট দলবল নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে তখন চলছিল হাংরাস। হাংরাস? হ্যাঁ হাংরাস। পাশে ছিলেন সূরজিৎবাবু। আমাকে টিপে দিয়ে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলেছিলেন, মানে 'হাঙ্গার স্ট্রাইক'।"[৫]

উপন্যাসটি অনেকাংশেই আত্মজীবনীমূলক। একদিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ভারত তথা বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠা, আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগেরর কথা আছে, ঠিক তেমনি আছে সুভাষের জেল জীবনের অভিজ্ঞতার উপাদান। আমরা জানি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ জেলে যান। তিনমাস পরে মুক্তি পেয়েছিলেন তিন দিনের জন্য। তারপর আবার জেলে যান। মুক্তি পান ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। সব মিলিয়ে দু'বছর কারাগারে বিনা বিচারে বন্দী থাকেন। কখনও প্রেসিডেন্সি জেলে, কখনও দমদম সেন্ট্রাল জেলে, আবার কখনওবা বক্সাদুয়ার নির্বাসনে।

উপন্যাসে দুটি চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একজন বক্তা অরবিন্দ, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ছাত্র রাজনীতি করবার সুত্রে বামপন্থী রাজনীতিতে এসেছে। আর অপরজন বাদশা। দরিদ্র শ্রমিক পরিবারের সন্তান। ট্রেড ইউনিয়ন করবার সূত্রে তার রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯৭০-এর দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন তখন তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন চরিত্র এই উপন্যাসের পরতে পরতে মিশেছিল। ফলে *হাংরাস* উপন্যাসটির মধ্যে প্রতীকী ভাবনার অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কারাগারের মধ্যে একটি অনশন শুরু থেকে শেষের মধ্যে একজন মানুষের নিজের কথা ও আর একজনের কথা বলার এই গল্প হয়ে উঠতে পারত সময় ও জীবনের প্রতীকী উদ্ভাস।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র *হাংরাস* উপন্যাসেই লেখক প্রত্যক্ষত গল্প বলেছেন। অন্য উপন্যাসগুলিতে হয় চরিত্রের কথা, নয় অপরের পান্ডুলিপি পাঠের কথা আছে। সুভাষের উপন্যাস মূলত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বৃত্তে লেখা হলেও কোথাও যেন লেখক রাজনৈতিক বৃত্ত থেকে সরে যেত চাইছেন। *হাংরাস*-এর স্মরণীয় চরিত্র বাদশা। সে একই সঙ্গে রাজনৈতিক আবার রাজনীতি অতিক্রান্ত একজন মানবিক চরিত্রও বটে। উপন্যাসের শুরুতে ও 'আমার কথা', তারপর 'শনি', 'রবি', 'সোম', 'মঙ্গল', 'বুধবার' তারপর বাদশার কথা। আবার 'আমার কথা' - 'বাদশার কথা'। তারপর বেশ কয়েকটি বার 'আমার কথা'। এভাবেই উপন্যাসটি এগিয়ে চলেছে। এক শনিবার 'আমার কথা'-য় থেমেছে। উপন্যাসে এই 'আমি' আর 'বাদশা' চরিত্র দুটি বাদী-সংবাদী স্বরে গল্প বলে চলেছে। *হাংরাস* উপন্যাসটির নির্মাণ এদিক থেকে জটিল সময়ের নানা খোলসের মত।

বাদশা চরিত্রটি এই উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র। সে প্রায় তার তিনপুরুষের বৃত্তান্ত শোনায় এই উপন্যাসে। বাদশা বলে –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 152 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমাদের পাড়ায় লোকজনেরা তখন হিন্দুদের বলত 'বাঙালি'। তারা বাঙালিদের সঙ্গে মুসলমান বলে নিজেদের তফাত করত। তার মানে আমাদের পাড়ায় তখনকার ভাষায় পেঁচো ছিল বাঙালি, আর আমরা ছিলাম মুসলমান।"[৬]

বাদশার গল্পে মুসলমান জগৎ - নিম্নবর্গীয় সুস্থ যে জগৎ, বাদশার বাড়ির বৃত্তান্ত, প্রতিবেশীর বৃত্তান্ত, নিজের গল্প। তার পরিবারের বড় বুবুই একমাত্র বাংলায় লেখা পড়া শিখেছিল। বুবু মধু বিধুর কবিতা পড়ে শুনাতো ইউনিয়ন কমিটির সবাই হিন্দু, বাদশা মুসলমানের ছেলে, তাই স্কুলে মাইনে বাকি আর কিছুতেই মকুব হতে চাইতো না। বাদশা তাদের পাড়ার ধোপার জীবিকা বা কারিগরের জীবিকায় আটকে না থেকে অপিসে কাজ পায়। সকলে খুশি। কিন্তু বাদশার বরাবরের ঝোঁক ঝালাইয়ের কাজ করা। ওয়েল্ডার হওয়া। অন্যদিকে 'আমার কথা'-য় থাকে রুশদেশের রূপকথা। বাদশা ছোট থেকে শুনে এসেছে হিন্দুরা মুসলমানদের দাবিয়ে রেখেছে। মুসলমানদের উঠতে হবে। এই ভাবটা তার মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। কিন্তু মুসলমান বাদশা ছোট থেকেই হয়ে উঠতে চেয়েছে মানুষ এবং বাঙালি। কোনো তত্ত্ব কথা নয়। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনা তাকে কমিউনিস্ট আদর্শের কাছে আসতে বাধ্য করেছে। তার জলে আসাটাকে সে অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে। এই জেলখানা তার কাছে আদর্শ লাভের স্থান হয়ে ওঠে।

বাদশার কাছে জেলে আসা মানে আদর্শের আরও কাছাকাছি আসা। বাদশা যখন কথককে মুষড়ে পড়তে দেখে, নিজের কাছে গোপন করতে দেখে তখন সে নিজের কথা বল। তার কাছে হাঙ্গার স্ট্রাইক তো অনেকটা অসুখের মতো। অসুখে যেমন শুয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার থাকে না। এ-ও অনেকটা তাই। পুরোনো দিনগুলি ফিরে পেতে বাদশা তাঁর স্মৃতিতে ডুবকি লাগায়। কথককে নিজের কাছে আয়নার মতো বসিয়ে রেখে নিজের কথায়বলে। সে তার কারখানায় ইউনিয়ন গঠন করে। নিজর বিচার বুদ্ধি সবমিলিয়ে বাদশা একজন শ্রমিক কমিউনিস্ট ও মানুষ হয়ে উঠতে থাকে।

উপন্যাসের কথক ও বাদশা মিলে উপন্যাসের একটি জগৎ নির্মাণ করে যা মুলত দ্বন্দ্বাত্মক। বাদশা নিজেই যেন একটি অ্যান্টি থিসিস। এই উপন্যাসে এসেছে কিছু সাধারণ মানুষ। আছেন সুবিমল বাবু। যাঁর ছেলে মারা গেছে আন্দোলনে। আছে তরুণ কণক। সে মারা যায় গুলিতে। আছে আবদুল। সে পকেটমার। কিন্তু জেলের বন্দিদের সঙ্গে মেলামেসার পর ঠিক করেছিল বাইরে গিয়ে পার্টিতে নাম লেখাবে। পার্টিতে আর নাম লেখানো হয়নি আবদুলের। তার বদলে সে গলার মধ্যে থলি তৈরি করবার প্রক্রিয়া শিখেছিল। গলায় থলি থাকলে অপরাধ জগতে মর্যাদা বাড়ে।

এছাড়া এই উপন্যাস জুড়ে আছে কথক অরবিন্দ। অরবিন্দ শিক্ষিত, তাঁর দাদু ছিলেন সরকারি চাকুরে। অনশনের তীব্রতা ভুলতে সে ক্যাপিটাল পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া না পাতিবুর্জোয়া - তা নিয়ে ভাবে। দুটি পারস্পরিক বিপরীত ডিসকোর্স মিলে লেখকের অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসের সমান্তরাল আপাত বিচ্ছিন্নতায় *হাংরাস* এক বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ছাপ বহন করলেও উপন্যাস হয়ে ওঠে।

আর একটি বিষয়ের আবতারনা করে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি টানা যেতে পারে। তা হল, উপন্যাসের ভাষাগত আলোচনা। বাদশা এবং অরবিন্দের বয়ানে বিশেষ কিছু শব্দের ব্যবহার উপন্যাসে এক ধরনের স্বাতন্ত্রতা রক্ষিত হয়েছে। যেমন বাদশার বয়ানে বুবু, পাশমোড়ল, চেরাগ, টানার, মার্শন, কলমা, প্রভৃতি শব্দ এবং অরবিন্দের বয়ানে স্ট্যাটেজি, সমাজতন্ত্র, বুর্জোয়া প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রদের শিক্ষাগত এবং ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য অনুসারী এই শব্দ ব্যবহার বয়ানের উপরিকাঠামোতে কিছু স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিতরূপেই রচিত হয়েছে। বলাবাহল্য এই শব্দগত স্বাতন্ত্রে ভাষাশৈলীগত বহুস্বর তৈরি হতে পারে না। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে মধ্যবিত্ত এবং মজুর শ্রেণির ভাষাব্যবহারে শব্দ এবং বাক্যগঠনগত স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে শৈলীস্বাতন্ত্র তৈরি হয়।

Reference:

১. দিবারাত্রির কাব্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্য, ২০০৪, পৃ. ২৮৫
২. দিবারাত্রির কাব্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্য, ২০০৪, পৃ. ২৯৬
৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 152 - 156
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫
৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪
৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১

Bibliography:

অমিয়দেব (সম্পা:) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪০৩, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা।
সন্দীপ দত্ত (সম্পা:) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, ২০০২, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।
আফিফ ফুয়াদ (সম্পা:) দিবারাত্রির কাব্য; সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, ২০০৪
কুশল চৌধুরী (সম্পা:) মাতৃশক্তি ১৮ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২৫